দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৭৫ কলাম ৯

কেমন চলছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

শহর থেকে দূরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর গ্রাম দুটি এখন ছাত্র-ছাত্রীদের কলকাকলিতে মুখরিত। তবে সন্ত্রাস মাঝে মাঝে সব আনন্দ-উল্লাস স্তব্ধ করে দেয়। গত নভেম্বর অনেক সমস্যা মাথায় নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মূল ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। তার আগে প্রায় দুই বছর কুষ্টিয়া শহরের এখানে-সেখানে ছিন্নমূলের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলেছে। সমস্যা থাকলেও নিজস্ব ক্যাম্পাসে ফিরে আসায় সবার মনে ছিল আনন্দ উল্লাস।

এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া, ষড়যন্ত্র ছিলো শুরু থেকেই। ১৯৭৯ সালের ২২শে নভেম্বর পবিত্র মুহররমের দিনে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আকস্মিকভাবে এখানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মানে গড়ে তোলা হবে। তার পরের দিনই একটি দল শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিবাদে ঢাকায় মিছিল করে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ থেমে থাকে না-দুটি গ্রামের ১৭৫ একর জমি হুকুমদখল করা হয়। শুরু হয় নির্মাণ কাজ। '৮২ সালের জুলাইতে প্রথম ব্যাচে ছাত্রভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ চলতে থাকে দ্রুত। প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হওয়ার পর এখান হতে বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার আশেপাশে স্থানান্তরের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। পরবর্তীতে এক নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরে স্থানান্তর করা হয়। '৮৯-তে বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে আগের মাষ্টার প্লানের কিছু কাটছাঁট করা হয়। প্রথমে দুটি পর্যায়ে ৫৩ কোটি টাকা ব্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। বর্তমানে ৩৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রথম পর্যায়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো গড়ে তুলবার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে সে সময়ের অসমাপ্ত সাদ্দাম হোসেন হলের নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছে। সেই সাথে পর একটি হলে একটি একাডেমিক ভবন, ক্যাম্পাসে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ লাইন, প্রশাসনিক ভবনের আংশিক, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য ২০টি ফ্লাট বাসা নির্মাণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে '৯৫ সালে। এ সময়ের মধ্যে লাইব্রেরী ভবন শিক্ষকদের জন্য একটি ডরমিটরী ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ ও মেডিকেল কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্লানিং এখনও করা হয়নি।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান সমস্যা হচ্ছে ছাত্র শিক্ষকদের আবাসন সমস্যা-বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। তন্মধ্যে হলে ৬শ ছাত্রের আবাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। কোন ছাত্রী হল না থাকায় শিক্ষকদের জন্য নির্মিত একটি ৮ ইউনিটের ফ্লাট ছাত্রবাসে রূপান্তর করা হয়েছে। ফলে, শিক্ষকদের আবাসন সমস্যা প্রকট। ৮৫ জন শিক্ষকের প্রায় সকলেই কুষ্টিয়া শহরে ভাড়া বাসায় থাকেন।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী নির্মিত না হওয়ায় এ্যাকাডেমিক ভবনের দুটো কামরায় অস্থায়ীভাবে লাইব্রেরীর কাজ চলছে। লাইব্রেরীতে বয়ের অভাব আছে বলে ছাত্রদের কাছ থেকে জানা যায়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে দুটো অনুষদের অধীন ১২টা বিভাগ খোলা হয়েছে। কিন্তু রুমের স্বল্পতার কারণে ক্লাস নিতে অসুবিধা হয়ে থাকে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৫ জন শিক্ষক আছেন। শিক্ষকদের মধ্যে কোন প্রফেসর নেই। মাত্র ৩ জন আছেন এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। বাকি সকলেই এ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর ও লেকচারার।

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের আনা-নেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটো বাস ও একটি মিনিবাস আছে। আর ৩টা ভাড়া বাসে করে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ শহর হতে ছাত্র-ছাত্রীদের আনা-নেয়া করা হয়। কিন্তু বাস স্বল্পতার কারণে যাতায়াতে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবন এখনও নির্মিত হয়নি। শিক্ষকদের জন্য নির্মিত একটা ফ্লাটের একাংশে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসা করা হয়েছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরিয়া অনুষদ আল কোরআন, আল হাদিস, আল তাওহিদ এবং আইন ও মুসলিম জুরিস- প্রুডেন্স বিভাগ খোলা হয়েছে। মানবিক ও সামাজ বিজ্ঞান অনুষদে বাংলা, ইংরেজী, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ইসলামের ইতিহাস, হিসাববিজ্ঞান ও লোক-প্রশাসন বিভাগ খোলা হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কেও সন্ত্রাস গ্রাস করতে বসেছে। সন্ত্রাসের কারণে গত ২৫শে নভেম্বর একজন ছাত্রের প্রাণ যায়। ছাত্রদের মত শিক্ষকবৃন্দও দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। অনির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের কারণে সেশন জট শুরু হতে চলেছে। '৯২ সালের মাষ্টার্স ফাইন্যাল পরীক্ষা আজও হয়নি। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কথা শত সমস্যা আমরা সহ্য করতে রাজী আছি। কিন্তু চাই সন্ত্রাস-মুক্ত ক্যাম্পাস-জীবন। একটা পরিচ্ছন্ন শান্ত পরিবেশ।

এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৩টা ব্যাচে ৫৬৬ জন অনার্স ও ৩৫৩ জন মাষ্টার্স ডিগ্রী পাস করেছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেছেন। সবার প্রত্যাশা, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-জীবন সুখময় হোক। ❑ বিমলকুমার সাহা

৯